পক্ষীগণ এসে সবে উড়িয়া পড়িত।
বৃক্ষপরে পক্ষীগণ বসিয়া শুনিত।।
পক্ষী সব দিত স্বর গানের স্বরেতে।
জ্ঞান হত পক্ষী গান করে সাথে সাথে।।
ভাস্কর উঠিলে শেষে গান ভঙ্গ হ'ত।
পক্ষীগণ 'চিঁ চিঁ' কুচি রবে উড়ে যেত।।
এ হেন গায়ক ছিল গোবিন্দ মতুয়া।
নাচিত কীর্ত্তন মাঝে যেমন নাটুয়া।।
রসবতী সতীর কনিষ্ঠা সহোদরা।
সাধ্বী সতীর সুকেশা সুন্দরী মধুস্বরা।।
সবার কনিষ্ঠা ধনি জানকী নামেতে।
তাঁর বিয়া হ'ল গৌরচন্দ্রের সঙ্গেতে।।
শ্রাবণ মাসেতে বিকশিত কৃষ্ণকলি।
ফুল দেখে জানকী হইল কুতূহলি।।
ভেবেছেন এই ফুল গেঁথে বিনা সুতে।
এ হার দিতাম হরিচাঁদের গলেতে।।
এমন জানকী দেবী মনেতে ভাবিয়া।
ফুলপানে একদৃষ্টে রহিল চাহিয়া।।
দেখে ফুল প্রাণাকুল হ'ল উত্তরাক্ষ।
চক্ষের জলেতে তার ভেসে যায় বক্ষঃ।।
অবসন্নমনা ফুল কাছে উপনীত।
মনে মনে কহে 'ফুল কেন বিকশিত।।
প্রভু এলে যদি তুই বিকশিত হ'তি।
তাহ'লে প্রভুর গলে যাইতে পারিতি।।
অদ্য বিকশিতা হ'লি কল্য হ'বি বাসি।
ঝরিয়া পড়িবি তুই জলে যাবি ভাসি।।'
পুষ্প পানে চেয়ে র'ল না পালটে আঁখি।
পিছে হাঁটি পিছাইয়া চলিল জানকী।।
ঘরে আসনের পরে বসিল তখনে।
আত্ম হারাইয়া চেয়ে আছে ফুল পানে।।
তথা বসি মনে মনে গাঁথিলেন হার।
ধবল লোহিত ফুল হরিদ্রা আকার।।
তিন বর্ণে ফুল তুলে বর্ণে বর্ণে গাঁথি।
থরে থরে গাঁথনি করিল সাধ্বী-সতী।।
চারি চারি সাদা ফুল চারি চারি লাল।
চারিটি হরিদ্রা ফুল করিয়া মিশা'ল।।
এইভাবে পুষ্পহার করিয়া গ্রন্থন।
প্রভুর শ্রীকণ্ঠে দিল করিয়া যতন।।
হরিচাঁদ ফুলসাজে সাজা'য়ে জানকী।
মনোহর রূপ দেখে অনিমেষ আঁখি।।
আরোপে শ্রীরূপ দেখি স্পন্দহীনা রয়।
ঠিক যেন ধ্যানমগ্না যোগিনীর ন্যায়।।
প্রহরেক কাল গত এরূপে বসিয়া।
এইভাবে একেশ্বরী আছেন চাহিয়া।।
মৃত্যুঞ্জয় গিয়াছিল দক্ষিণ পাড়ায়।
এসে গৃহে এই ভাব দেখিবারে পায়।।
সম্বোধিয়া কহে মৃত্যুঞ্জয়ের রমণী।
"প্রহরেক এইভাবে তোমার ভগিনী।।
অঙ্গের স্পন্দন নাহি শ্বাস আছে মাত্র।
চক্ষের নিমেষ নাহি যেন শিবনেত্র।।
দক্ষিণাভিমুখ ছিল দণ্ড চারি ছয়।
উত্তরাভিমুখ এই দণ্ড দুই হয়।।
আহারান্তে ননদিনী ছিলেন শয়নে।
নিদ্রাভঙ্গে গিয়াছিল ফুলের বাগানে।।
বিকশিতা কৃষ্ণকলি দেখিল চাহিয়া।
ফিরে না আসিল গৃহে এল পিছাইয়া।।"
জানকীর সেই ভাব মৃত্যুঞ্জয় দেখি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তারে 'জানকী! জানকী।।'
চিৎকার ঈষৎমাত্র শুনিল জানকী।
জ্ঞান নাই অঙ্গে মাত্র দিল একঝাঁকী।।
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দেয়।
তিনবার অঙ্গকম্প যোগভঙ্গ নয়।।
সুভদ্রা কহিছে 'ডেক না রে মৃত্যুঞ্জয়।
এ যেন কৃষ্ণ-আরোপ হেন জ্ঞান হয়।।